আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-কার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের শ্যমপুর স্কুল মাঠে গতকাল সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু বলেন, কৃষকলীগকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতেই আজকের এই সম্মেলন।
আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি এই কৃষকলীগকে সংগঠিত করার জন্য। কৃষকলীগ সভাপতি সমীর দাদা ও সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতির নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশ আজ উন্নয়নশীল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ।
এই দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগকেই আগামীতে আবারো ক্ষমতায় আনতে আমাদের কাজ করতে হবে।
কৃষকলীগ নেতা কাউসার আহম্মেদ কসরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রোকনুজ্জামান কিরন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কৃষকলীগের সদস্য আজিজুল হক, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আশাদুল ইসলাম, জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম-সম্পাদব আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দীপক, জেলা কৃষকলীগের কোষাধ্যক্ষ ওসমান গনি বিস্কুট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আব্দুল মতিন দুদু, জেলা কৃষকলীগ নেত্রী সামসাদ রানু, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, আলমডাঙ্গা পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা, উপজেলা দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল হকের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর যুগ্ম-আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক ফজলুল হক, অভিমান্যু কুন্ডু, আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ

সম্পাদক সেলিম রেজা তপন, হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি পলাশ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম বকুল, রিপন, কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম, রাশিদুল ইসলাম, রিপন মালিতা প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতি সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী থাকায় নাম ঘোষণা করা হয়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক বলেন, একাধিক প্রার্থী থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। পরবর্ত্তীতে বসে আলোচনা সাপেক্ষে কমিটি ঘোষণা করা হবে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ৫০ বছর ও জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের ৫০ বছর ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকালে পৌর কমিউনিটি সেন্টার হলরুমে চিত্রাংকন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব প্রধান শিক্ষিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনা মিয়া প্রমুখ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৪৫ জন শিশু-কিশোররা অংশগ্রহণ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ঢাকায় চুড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭ টার সময় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষে থেকে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন”

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মুক্তিপ্রেমী লাখো জনতার সামনে ১৯ মিনিট ধরে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেই সাথে তিনি পাকিস্তানের শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

উক্ত সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) আবু রাসেল, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল স্তরের পুলিশ সদস্যগণ।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক কমিটির সভা

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শাখা এর আহবায়ক কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার সংলগ্ন সাহেদ প্যালেস কনফারেন্স রুমে এই পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক জুয়েল রানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাদুল হক বিশ্বাস সিনিয়র সহ-সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ ও চেয়ারম্যান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ। তিনি বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ভিতরে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন বাংলাদেশ এখন আর কারো কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য নেয় না কারো কাছে মাথা নত করে না।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মালেক সাংগঠনিক সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম শফি সাবেক যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, মতিয়ার রহমান মতি যুগ্ম-আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শরিফুল ইসলাম রিফাত যুগ্ম-আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ, ইমরান আহমেদ যুগ্ম-আহবায়ক-২ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত নেতাকর্মীরা।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতীক্ষায় দেশ ও বহির্বিশ্ব

দিন যতই গড়াচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনের গন্তব্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির একটাই প্রতীক্ষা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কী ভাষণ দেবেন। সব জায়গায় জল্পনা-কল্পনা চলছে বঙ্গবন্ধু কী বলেন। সেটা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। ওইদিন ঢাকায় লাগাতার ছয় দিনের হরতাল পালনকালে সর্বস্তরের জনতা রাস্তায় নেমে আসে।

শহিদ জননী জাহানার ইমাম তার ‘একাত্তরের দিনগুলি’ গ্রন্থে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ নিয়ে লিখেছেন, ‘আগামীকাল রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ সাহেব কী বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বাণীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচির ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। কিন্তু এ কদিনে ঘটনা তো অন্য খাতে বইছে। এত মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, কারফিউ ভঙ্গ, গুলিতে শত শত লোক নিহত- এর প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব আগামীকাল কী ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছে, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দুর তা কী করে হবে? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি দাবির জোরে সরকার গঠন করবেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন। এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে। কেউ বলছে, আগামীকাল মিটিংয়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া আজ ভাষণ দিচ্ছে।’

এদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দুপুরে এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যাই ঘটুক না কেন, যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমার হুকুমে রয়েছে এবং আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছি ততদিন পর্যন্ত আমি পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশভাবে পাকিস্তানের সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করব। এ সময় তিনি ১০ মার্চ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখার ওয়ার্কিং কমিটির এক

যুক্ত জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের আলোকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু বলেন, শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না।

ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পরপরই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। রাওয়ালপিণ্ডির পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তার দল ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের আগেই আলোচনার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের মোটামুটি একটি কাঠামো স্থির করতে চায়।

পেশোয়ারে পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

অন্যদিকে লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল নূর খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সব বাধা অবিলম্বে দূর করতে হবে। প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে পরিস্থিতি অবনতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দোষারোপ করায় নূর খান দুঃখ প্রকাশ করেন।

৬ মার্চ সকাল ১১টার দিকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে ৭ জন কয়েদি নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। রাজশাহীতে মিছিলকারীদের ওপর সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ১ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়, সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকে। খুলনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুলিবর্ষণে ১৮ জন নিহত ও ৮৬ জন আহত হয়।

ওইদিনের (৬ মার্চ) স্মৃতিচারণ করে যুগান্তরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জ্যেষ্ঠ নেতা তোফায়েল আহমেদ লেখেন, ‘সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বিগত কয়েকদিনে সেনাবাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ সবাই স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হতে থাকেন।

তিনি আরও লেখেন, “এদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক শাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে তদস্থলে ‘বেলুচিস্তানের কসাই’খ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে উভয় পদে নিযুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পর ফের ৬ মার্চ অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান দ্বিতীয় দফা বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বাকি বিষয় আগামীকাল শেখ মুজিবের বক্তৃতায় জানতে পারবেন।”

জামাত-বিএনপি’রা দেশের উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

এফ এফ রুপক:

জামাত-বিএনপিরা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা। তারা সবকিছুতেই সমালোচনা করে। বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন সমালোচনা করেছে, জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষন নেতৃত্বে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ যখন অন্য দেশের তুলনায় সফল তখনও সমালোচনা করেছে। বিশ্বের বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ যখন করোনার ভ্যাকসিন পেলো এবং জনগন সেই ভ্যাকসিন আগ্রহের সাথে গ্রহন করছে। এই ভ্যাকসিন নিয়েও বিএনপি’র নেতারা বিরুপ মন্তব্য করেছে।

কিন্তু এর পরও দেখা যাচ্ছে এখন বিএনপি’র নেতারাও চুরি করে ভ্যাকসিন নিচ্ছে। শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের পিরোজপুরে আওমী লীগের জনসভায় এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন। তিনি আরও বলেন, ২০০৫-০৬ সালে

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৫শ ৩০ মার্কিন ডলার। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ধনী দেশ হচ্ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। এটা বিএনপি’র সহ্য হচ্ছে না। ফরহাদ হোসেন আরও বলেন বিএনপি’র রাজনীতি মিথ্যার রাজনীতি, বিএনপি’র রাজণীতি অপপ্রচারের রাজনীতি। জনগণ তাদের আর বিশ্বাস করে না।

মেহেরপুর প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুর তথা মুজিবনগরের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্লাংক চেক দিয়েছেন। মেহেরপুরের উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন তিনি করছেন। আমরা মুজিবনগর বিশ্বিবদ্যালয় পেয়েছি। মুজিবনগরকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য প্রধান মন্ত্রী ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও সুদৃড় করতে মুজিবনগর দিয়ে তৈরি হচ্ছে স্বাধিনতা সড়ক। মেহেরপুরসহ সারা দেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকার আহবান জানান ফরহাদ হোসেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের ভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ, মুজিবনগর উপজেলা আওমীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, জাতীয় মহিলা সংস্থার সভাপতি ও মহিলা আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য শামীম আরা হিরা, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁণ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম, মেহেরপুর ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহাম্মেদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগের ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মমিন, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, বুড়িপোাত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহজামান, যুব মহিলালীগের সভানেত্রি সামিউন বশিরা পলি, জেলা তাতীলীগের আহবায়ক নুর ইসলাম সুবাদ আলী, সদস্য সচিব জুয়েল রানাসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মিরা।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আনন্দ র্যালি

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখা আনন্দ র্যালি করেছে। গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবন থেকে আনন্দ র্যালিটি বের হয়ে মেহেরপুর বড়বাজার চার রাস্তার মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।
পরে সেখানে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহাজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্তাসির জামান মৃদুল, সহ-সভাপতি দুলাল মাহমুদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জনি, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হোসেন আসিফ ও সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ। এ সময় সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকার নাইন বাইজিদসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের আনন্দ র্যালি

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের উদ্যেগে একটি আন্দন র্যালি বের হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হাওয়াই চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

বুধবার বিকাল ৪:৩০ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো

হতে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার হাসান চত্বর হতে এবং নিউমার্কেট সামনে ঘুরে আবার ডাকবাংলা এসে এই র্যালি শেষ হয় আন্দন র্যালি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জানিফ। আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা মামুন ইমরান,পিয়াস,হিমু,আকিব,সজীব,সাইফুল,আনিস ,তৌফিক,রাকিব,সুমন,হাসান,রাইসুল,জাহিদ,লিখন,সোহান,জয় ,তাজি,জিহাদ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের আনন্দ র্যালী

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে ঝিনাইদহে আনন্দ র্যালী ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ।
জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সরকারি কেসি কলেজ চত্বর থেকে আনন্দ র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা, বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার পুরো অবদান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখ করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নৌকার

প্রার্থী গেলেন বিএনপি প্রার্থীর অফিসে

গত রবিবার কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেয়র পদে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
নির্বাচিত হওয়ার পরদিন গতকাল সোমবার সন্ধ্যা আটটার দিকে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের মাহবুবার রহমানের অফিসে গিয়ে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন বিজয়ী নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
এ সময় দু’জনকেই বেশ হাস্যেজ্জ¦ল দেখা যায়। একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করেন। ভোটের আগেও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আশরাফুল আলম আশরাফ বিএনপি প্রার্থী অফিসের গিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করেন। নৌকা প্রতীকের মোঃ আশরাফুল আলম আশরাফ বলেন, নির্বাচনে যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। কালীগঞ্জ পৌরবাসীর উন্নয়নে সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে চাই। সবাই ভেদাভেদ ভুলে কাজ করবো। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।
গত রোববার অনুষ্ঠিত কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ১৯ হাজার ৪২৭ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ধানের শীষ প্রতীকের মাহাবুবার রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ১৫০ ভোট।